দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 11 APR 1993
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... ৩ ...

## শিক্ষা ও বিজ্ঞান

বিতর্ক ঃ ছাত্র রাজনীতি বন্ধ প্রসঙ্গে পক্ষে

# শুধু ছাত্র রাজনীতি নয় ছাত্র সংসদ নির্বাচনও বন্ধ করতে হবে

মোহাম্মদ মজিবুর রহমান

বিতর্কের শুরুতেই আমাদের বুঝতে হবে ছাত্র রাজনীতি বলতে আসলে আমরা কি বুঝি।

ছাত্রদের কল্যাণের জন্য যে নীতি তাহাকেই আমরা ছাত্ররাজনীতি বলি। যদি ছাত্র–রাজনীতি ছাত্রদের কল্যাণ তথা দেশের উন্নয়নে অবদান রাখতো তাহলে আজ পত্রিকার পাতায় আমাদের "ছাত্ররাজনীতি বন্ধ প্রসঙ্গে" বিতর্কে অংশগ্রহণ করতে হতো না। যেমন করতে হয়নি আশির দশকের পূর্ব পর্যন্ত। কারণ তখন ছাত্র–রাজনীতি যারা করত তারা ছিল সবাই মেধাবী ছাত্র। তারা গঠনমূলক কাজে অংশ নিত। ছাত্রদের কল্যাণের জন্য তারা কাজ কত

সাধারণত বিশ্ববিদ্যালয়ের সবচেয়ে মেধাবী ছাত্ররাই শিক্ষক হবার যোগ্যতা অর্জন করেন। তখন ছাত্র রাজনীতি নিয়ে কেউ প্রশ্ন তোলেনি। তাইতো ৫২–র ভাষা আন্দোলন, ৬৯–এর গণআন্দোলন, ৭১–এর মুক্তিযুদ্ধে ছাত্রদের অবদান আজও মানুষ শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করে, আপনারা হয়ত বলবেন ৯০–এর স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনের কথা কেন বললাম না। সে প্রসঙ্গে আমি পরে আসছি। কিন্তু আজ ছাত্ররাজনীতি মানে হচ্ছে মূল সংগঠনের তাবেদারি করা। এই মন্তব্যের স্বপক্ষে আমি একটি ঘটনার উল্লেখ করব তা হলোঃ

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৮২ সালে একটি ছাত্র সংগঠনের ৪ জন কর্মীকে অন্য একটি ছাত্র সংগঠনের কর্মীরা হত্যা করে। তারপর ৬০ জন ছাত্রনেতাকে আসামী করে একটি মামলা দায়ের করা হয়। বিচারক যখন সকল শুনানী শেষে রায় দেয়ার জন্য প্রস্তুত এবং তারিখ ও নির্ধারণ করা হয়, তখন সংসদে বিরোধী দলীয় নেত্রীসহ অনেক প্রবীণ নেতা সংসদে এই মামলা বাতিল করার জন্য আবেদন করেন। এনিয়ে অনেক আন্দোলন হয়। রায় ঘোষণার দিন সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্য কোর্ট প্রাঙ্গণ ঘেরাও করে রাখে। এবং প.উ–র বাসভবনে হামলা করার সময় পুলিশের গুলীতে ১ জন ছাত্র নিহত হয়। আইনকে তার নিজস্ব গতিতে চলতে দেয়া হয়নি। যার কারণে একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটে ১৯৯৩ সনে একই শিক্ষাঙ্গণে। সরকারী হিসাবে নিহতের সংখ্যা ৫ আহত কয়েক শ তরুণ ছাত্র। অথচ ঐদিন যদি আইনকে নিজস্ব গতিতে চলতে দেয়া হতো তাহলে হয়ত এই অনভিপ্রেত ঘটনা এড়ানো যেত। ছাত্ররাজনীতির প্রতি ছাত্রদের এত আগ্রহ কেন?

- সীট না পেয়েও দিব্যি হলে থাকা যায়।
- ক্যান্টিনে খেলে পয়সা দিতে হয় না।
- বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে চাঁদা আদায় করা যায়।

সবাই যে এ সমস্ত সুবিধা ভোগ করে তা নয় তবে অধিকাংশই এই সমস্ত লোভে পড়ে ছাত্র–রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়ে। ছাত্র রাজনীতি না করলে কি ক্ষতি হয়?

- মেধা তালিকায় সীট পেয়েও হলে থাকা যায় না।
- বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অন্যান্য পার্টিকে চাঁদা দিতে হয়।
- কখন মারামারি লাগে এই ভয়ে ভয়ে ক্লাশ করতে হয়, ছাত্র–রাজনীতির কারণে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যে ভয়াবহ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে তার কিছু উদাহরণ আমি দিচ্ছি। চট্টগ্রামে বিশ্ববিদ্যালয় দিয়েই শুরু করি।

১৯৮৬ সালের ২৬ নভেম্বর দু'দল ছাত্রের মধ্যে সংঘর্ষের কারণে দীর্ঘ ৩ মাস বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ছিল। একজন ছাত্রের হাত কেটে ফেলে দিতে হয়েছে।

সংঘর্ষের কারণঃ বিশ্ববিদ্যালয়ে নিজেদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করা। যে এই সংঘর্ষে জয়লাভ করবে সেই দলই নিয়ন্ত্রণ করবে ঐ বিশ্ববিদ্যালয়কে। এই ক্ষমতার মোহই বর্তমানে ছাত্র–রাজনীতির মূল উদ্দেশ্য। যার কারণে নিজেদের আধিপত্য বজায় রাখার সংগ্রামে নিহত হচ্ছে অনেক সম্ভাবনাময়ী তরুণ। ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে এক একটি পরিবার। তারপর একের পর এক অনেক ঘটনাই ঘটেছে। এইসব ঘটনার কারণে অনির্ধারিত বন্ধ হয়েছে। সেশান জট বেড়েছে, আমাদের শিক্ষাজীবন হয়েছে বিলম্বিত। ৪ বৎসরের কোর্স শেষ করতে গিয়ে দেখি আরো অতিরিক্ত ৪টি বৎসর লেগেছে। কিন্তু কেন? ছাত্ররাজনীতি এর জন্য ৮০% দায়ী। বাকী ২০% এর জন্য দায়ী আমাদের বর্তমান পরীক্ষা পদ্ধতি আর শিক্ষকদের দায়িত্বহীনতা।

যা বলছিলাম, ৯০–এর স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনকে কেন আমি ছাত্রদের বিজয় বলি না? কারণ এই আন্দোলন সম্পূর্ণ স্বার্থের ভিত্তির উপর গড়ে উঠেছে। এই আন্দোলন অনেক আগেই হতে পারত। কেন হয়নি? একটি রাজনৈতিক দলের আতাতের কারণে এই আন্দোলন ১৯৮৬ সালে একবার ১৯৮৮ সালে একবার দানা বেঁধে উঠতে পারেনি। যখন ১৯৯০ সালে ঐ রাজনৈতিক দলটি আতাতের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হল তখনই আন্দোলন দানা বেঁধে উঠেছে। এবং এই আন্দোলন সফল হওয়ার পরপরই অর্থাৎ স্বৈরাচারের পতনের পর ঐ সমস্ত তথাকথিত ছাত্রনেতারা বিভিন্ন বড় বড় প্রতিষ্ঠানে মোটা অংকের চাঁদা আদায় করে। কালো তালিকা, গণদুশমন প্রভৃতি তালিকায় নাম ছাপিয়ে তাদের কাজ থেকে আর্থিক সুবিধা ভোগ করে। কোন কোন কোম্পানী নিজেদের দুর্নীতি ঢাকার জন্য নিজেরাই স্বউদ্যেগে উপহার সামগ্রী ঐ সমস্ত তথাকথিত ছাত্রনেতাদের কাছে পৌঁছে দেন। যার কারণে দেখা যায় স্বৈরাচার পতনের কিছুদিনের মধ্যেই কিছু সংখ্যক ছাত্রনেতা বাড়ী গাড়ী মোটা অংকের ব্যাংক ব্যালেন্স করে নিয়েছেন। এভাবেই ছাত্ররাজনীতি তার নিজস্ব স্বকীয়তা হারিয়ে একটা চাঁদাপার্টিতে পরিণত হয়েছে। আর একারণেই আমি ৯০–এর অভ্যুত্থানকে ছাত্রদের বিজয় না বলে সুবিধাবাদীদের বিজয় বলেছি। যদিও গুটিকয়েক সুবিধাভোগী ছাত্রের জন্য আজ সমগ্র ছাত্রসমাজ এই অপবাদের বোঝা বয়ে বেড়াচ্ছে। ছাত্ররাজনীতি বন্ধ করলে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শান্তি ফিরে আসবে। এই উক্তির স্বপক্ষে আমি উদাহরণ পেশ করব।

প্রেক্ষাপটঃ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

পত্রপত্রিকার মাধ্যমে বিভিন্ন ঘটনা জানার কারণে যেখানে সাধারণ মানুষ যেতে পর্যন্ত ভয় পায়, সেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গত বৎসর যে মাস থেকে কার্যকর আচরণ বিধির কারণে আজ পর্যন্ত (প্রায় ১ বৎসর) সামান্যতম গন্ডগোলের আভাস পাওয়া যায়নি। ১ দিনের জন্যও বিশ্ববিদ্যালয়ে অনির্ধারিত বন্ধ হয়নি। এত সুন্দর পরিবেশ আমি আমার ৭ বৎসর শিক্ষাজীবনে কখনো দেখিনি।

প্রেক্ষাপটঃ দেশের সকল ক্যাডেট কলেজ

আমরা একথা বলতে অভ্যস্ত যে, "কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে নির্বাচিত ছাত্র প্রতিনিধি না থাকলে সাধারণ ছাত্ররা তাদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়", আমার মতে উক্তিটি সম্পূর্ণ মিথ্যে। যখন আমাদের দেশের কলেজসমূহ এই ছাত্র–প্রতিনিধি নির্বাচিত করার জন্য সংঘর্ষে লিপ্ত হয় এবং যে কারণে কলেজ সমূহে অনির্ধারিত বন্ধ হয় তখন দেশের সকল ক্যাডেট কলেজসমূহ তাদের নিজস্ব গতিতে লেখাপড়ার সাথে সাথে নিজেদের গঠন করার মানসে নিরলস চেষ্টা করে যাচ্ছে। সেই সমস্ত কলেজে তো ছাত্র সংসদ নির্বাচন হয় না, তাই বলে ক্যাডেটরা কি তাদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত? অবশ্যই নয়। তাহলে ছাত্র সংসদ নির্বাচন কেন?

ক্যাডেট কলেজে প্রকাশ্যে ছাত্র রাজনীতির এবং ছাত্র সংসদ নির্বাচনের সুযোগ নেই বলে এখন পর্যন্ত কেউ কোনদিন শোনেনি যে ক্যাডেট কলেজে ছাত্রদের মারামারির কারণে একদিনের জন্যও কোন ক্যাডেট কলেজ বন্ধ ছিল।

উপরোক্ত তিনটি উদাহরণের মাধ্যমে কি আমরা ধরে নিতে পারি না যে, ছাত্র রাজনীতি বন্ধ থাকলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব। পাঠকরাই মন্তব্য করুন।

ছাত্র সংসদ নির্বাচন ঃ

ছাত্র সংসদ নির্বাচন ছাত্র রাজনীতিকে কলুষিত করার এক অনন্য মাধ্যম। অনেক ছাত্র হয়ত আমার এই কথার বিরোধিতা করবেন। কিন্তু আগে আমার যুক্তিগুলো শুনুন, তারপর মন্তব্য করবেন।

খ. নির্বাচনে পরাজয়কে স্বীকার করার মানসিকতা আমাদের মধ্যে এখনো গড়ে উঠেনি। যার কারণে নির্বাচনে পরাজিত হয়ে আমরা সংঘর্ষে লিপ্ত হই। এর স্বপক্ষে দু একটা উদাহরণ দিচ্ছি।

চট্টগ্রাম সিটি কলেজ ছাত্র সংসদ নির্বাচনে বাকশাল সমর্থিত ছাত্র লীগ ছাড়া অন্য কোন ছাত্র সংগঠনকে প্যানেল জমা দিতে দেয়া হয় না। ঐ কলেজে আজ কয়েক বৎসর যাবৎ বিনা প্রতিদ্বন্দ্বীতায় নির্বাচিত ঘোষণা করা হয়।

একভাবে আরো অসংখ্য উদাহরণ উপস্থাপন করা যাবে, যে আমরা এখনো পরাজয় মেনে নিতে শিখিনি। কোন কোন কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে নির্দিষ্ট কিছু ছাত্র–সংগঠনের কার্যক্রম নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। নিষিদ্ধ ঘোষণা কিন্তু কর্তৃপক্ষ করেননি, করেছেন সংশ্লিষ্ট কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভাবশালী ছাত্র সংগঠন। তারপরও আমাদের অধিকার সচেতন ছাত্ররা যদি মনে করে যে ছাত্র প্রতিনিধি তাদের প্রয়োজন, তাহলে নিম্নোক্ত পদ্ধতিতে ছাত্র প্রতিনিধি নির্বাচন করা যেতে পারে।

ক. কলেজে সকল বিভাগ থেকে একজন করে মেধাবী ছাত্র নিয়ে (সেটা বিগত পরীক্ষার ফলাফলের উপর ভিত্তি করে ঠিক করা হবে) একটি কমিটি গঠন করা যেতে পারে, যারা ছাত্র–সংসদের দায়িত্ব পালন করবে।

সর্বশেষে বলতে হয় বর্তমানে ছাত্র রাজনীতি নিয়ন্ত্রণ করছে অছাত্ররা, মাসলম্যানরা যার কারণে ছাত্র রাজনীতি তার স্বকীয়তা হারিয়েছে। গত বৎসর ডাকসু নির্বাচন কেন হলো না? কারণ একটাই অছাত্রদের নির্বাচনে অংশ নিতে কর্তৃপক্ষ রাজী হয়নি। প্রতিবছর ডাকসু নির্বাচনের প্রাক্কালে তথাকথিত ছাত্রনেতাদের ভর্তি করার বিশেষ নিয়ম ছিল। এবার সেই নিয়ম প্রত্যাহার করে কর্তৃপক্ষ, ঘোষণা করেন যে, শুধুমাত্র নিয়মিত ছাত্ররাই নির্বাচনে অংশ নিতে পারবে। এই ঘোষণায় সাধারণ ছাত্ররা স্বস্থির নিঃশ্বাস ফেললেও অছাত্ররা তা মানেনি, যার কারণে গুটি কয়েক অছাত্রের জন্য ডাকসু নির্বাচন শেষ পর্যন্ত হতে পারেনি।

যে কোন জিনিসের ভালো খারাপ উভয় দিকই থাকে, যদি আমরা সেটা ভালো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করি তাহলে ভালো হবে, আর যদি খারাপ উদ্দেশ্যে ব্যবহার করি তাহলে খারাপ হবে। আর আমরা ছাত্র–রাজনীতিকে খারাপ উদ্দেশ্যে ব্যবহার করতে অভ্যস্ত হয়ে গেছি যার কারণে ছাত্র–রাজনীতি বন্ধ করা ছাড়া আর কোন উপায় নেই।

প্রয়োজনে বাংলাদেশ সরকার কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যায়ণরত ছাত্র–ছাত্রীদের প্রত্যক্ষ ভোটে ছাত্র রাজনীতির ভবিষ্যত নির্ধারণ করতে পারেন।

---

*ছাত্র, পদার্থবিদ্যা, শেষ বর্ষ*
*চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।*